এক মালিকানা ব্যবসায়

ইউনিট ৩

ভূমিকা

কালীকচ্ছ বাজার (সাধারণের কাছে কালীর বাজার নামে পরিচিত) স্মরণাতীত কাল থেকেই আশেপাশের এলাকায় সুপরিচিত। আশেপাশের বেশ কয়েকটি ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়ীগণ প্রতিদিন কালীর বাজারে এসে ব্যবসায় করে আবার চলে যায়। প্রতিদিন ক্রেতা হিসেবেও শত শত মানুষ কালীর বাজারে ভিড় করে। নানা প্রকারের মুদি দোকান, কাপড়ের দোকান, দর্জির দোকান, মিষ্টির দোকান, চায়ের দোকান, ঔষধের দোকান ছাড়াও একটি কৃষি ব্যাংক ও একটি বেসরকারি ব্যাংক আছে। বাজারে সবজি চাষী সমিতি নামে একটি দোকান আছে, যেখানে এলাকার উৎপাদিত সকল সবজি একত্রিত করে ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করে থাকে। কালির বাজারে আমরা বিভিন্ন ব্যবসায় দেখতে পাই। সবগুলো ব্যবসায়ই মালিকানার ভিত্তিতে ভিন্ন রকম। এ ইউনিটে আমরা মালিকানার ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যবসায়ের ধারণা পাব এবং এক মালিকানা ব্যবসায় সম্পর্কে জানতে পারব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৩.১ : মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায়ের ধারণা
পাঠ-৩.২ : এক মালিকানা ব্যবসায়ের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব
পাঠ-৩.৩ : একমালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র এবং বৃহদায়তন ব্যবসায়ের পাশাপাশি এটি টিকে থাকার কারণ।

পাঠ-৩.১ মালিকানা ভিত্তিতে ব্যবসায়ের ধারণা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মালিকানা ভিত্তিতে ব্যবসায়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	একমালিকানা ব্যবসায়, অংশীদারি ব্যবসায়, যৌথমূলধনী ব্যবসায়, সমবায় ব্যবসায় ও রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়

মালিকানা ভিত্তিতে ব্যবসায়ের ধারণা

যিনি বা যারা মূলধন দেন, মেধা ও শ্রম ব্যয় করে এটাকে গড়ে তোলেন তারাই ব্যবসায়ের মালিক। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবসায় গঠিত হতে পারে। প্রাচীনকাল হতে দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমে একক ব্যক্তিকেন্দ্রিক এক মালিকানা ব্যবসায়ের শুরু। একক ব্যক্তির মূলধন সরবরাহ এবং তত্ত্বাবধান সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠা

লাভ করে অংশীদারি ব্যবসায়। চুক্তির মাধ্যমে অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হলেও সু-সংগঠিত ভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ১৯৩২ সালে প্রবর্তন করা হয় অংশীদারি আইন। কিন্তু অংশীদারি ব্যবসায়ের অসীম দায় এবং স্থায়িত্বের অনিশ্চয়তা দূর করার লক্ষ্যে ব্রিটেনের রানীর অনুমোদনবলে ১৮৩৭ সালে সর্বপ্রথম চাটার্ড কোম্পানি আইন প্রবর্তিত হয় এবং ১৮৮৪ সালে বৃটিশ পালামেন্টে The Joint Stock Company পাসের মাধ্যমে কোম্পানি ব্যবসায়ের প্রবর্তন হয়। তাই এ সকল সংগঠনের মুনাফা অর্জনের সাধারণ উদ্দেশ্যের মধ্যে মিল থাকলেও ভোক্তাদের বিভিন্নমুখি চাহিদা, মালিকানা, ব্যবসায়ীদের নিজস্ব মনোভাব, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, আওতা, আয়তন ও কর্মক্ষেত্রের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায় সংগঠনের সৃষ্টি হয় এবং এদের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মালিকানা ভিত্তিতে ব্যবসায় সংগঠনগুলোকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়।

- এক মালিকানা ব্যবসায়
- অংশীদারি ব্যবসায়
- যৌথ মূলধনী ব্যবসায়
- সমবায় সমিতি
- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়

সাধারনভাবে একজন ব্যক্তির মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে এক মালিকানা ব্যবসায় বলে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে সর্বপ্রথম একক মালিকানায় ব্যবসায় কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। এজন্য এটিকে সবচেয়ে প্রাচীনতম ব্যবসায় সংগঠন বলা হয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বলা যায়, মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে যখন কোনো ব্যক্তি নিজ দায়িত্বে মূলধন যোগাড় করে কোনো ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করে এবং উক্ত ব্যবসায়ে অর্জিত সকল লাভ নিজে ভোগ করে বা ক্ষতি হলে নিজেই তা বহন করে, তখন তাকে এক মালিকানা ব্যবসায় বলে।

এক মালিকানা ব্যবসায় গঠন করা অত্যন্ত সহজ। যে কোন ব্যক্তি নিজের উদ্যোগে স্বল্প অর্থ নিয়ে এ জাতীয় ব্যবসায় শুরু করতে পারেন। সাধারনত এ জাতীয় ব্যবসায়ের আয়তন ছোট হয়। তবে প্রয়োজনে মালিক একাধিক কর্মচারী নিয়োগ করতে পারেন এবং অধিক অর্থও বিনিয়োগ করতে পারেন। আইনের চোখে এক মালিকানা ব্যবসায়ের তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। গ্রামে-গঞ্জে, হাট-বাজারে বা রাস্তার পাশে, কিংবা নিজ বাড়ীতে যে কেউ ছোট-খাটো ব্যবসায় শুরু করতে পারে। তবে শহরে বা পৌরসভা এলাকায় উদোক্তাকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করে ব্যবসায় আরম্ভ করতে হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যবসায় সংগঠন এক মালিকানার ভিত্তিতে গঠিত। শুধু তাই নয়, ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় ৮০% ব্যবসায় একমালিকানাভিত্তিক। আমাদের দেশের সাধারন মুদি দোকান, চায়ের দোকান, সবজি দোকান, অধিকাংশ খুচরা দোকান একক মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ

আপনার চারপাশে বিদ্যামান ২০টি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন ধরনের সংগঠন কয়টি তা উলে- খ কর"ন:

নাম	উদাহরণ	পরিমাণ
এক মালিকানা ব্যবসায়	চায়ের দোকান, দর্জির দোকান, সবজীর দোকান	০৫
অংশীদারি কারবার	ফেন্ডস্ ফ্যাশন	০৮
মূলধনী কারবার	বেসরকারী ব্যাংক	০৩
সমবায় সমিতি	মাছ চাষ সমিতি	০২
রাষ্ট্রীয় কারবার	বাংলাদেশ রেলওয়ে	০২

সারসংক্ষেপ

একক ব্যক্তির মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রনাধীন ব্যবসায়কে এক মালিকানা ব্যবসায় বলে। এ ব্যবসায় মালিক নিজেই শ্রম ও মূলধন সরবরাহ করে, সমস্ড় লাভ লোকসান নিজেই ভোগ করে এবং ঝুঁকিসহ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রনের দায়িত্ব নিজেই পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সহজ ও সরল প্রকৃতির সংগঠন কোন্‌টি ?
ক) সমবায় ব্যবসায় খ) এক মালিকানা ব্যবসায়
গ) যৌথ মূলধনী ব্যবসায় ঘ) অংশীদারী ব্যবসায়

২। সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কোন্‌ ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন হয় ?
ক) যৌথমূলধনী খ) সমবায়
গ) ব্যবসায়ী জোট ঘ) অংশীদারী

৩। কেন ব্যবসায়িক জোট গঠন করা হয় ?
ক) ভবিষ্যতের ঝুঁকি হতে রক্ষা পেতে খ) অধিক মুনাফা অর্জনের আশায়
গ) প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে ঘ) মুলধনের আধিক্য নিশ্চয়তার জন্য

৪। একক মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায় স্থাপন করা সম্ভব হয়ে পড়েছে-
i) সভ্যতার ক্রমবিকাশের জন্য ii) জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য iii) প্রযুক্তির জন্য
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
রনি চৌধুরী তার বাবার পরামর্শে অনলাইনে বুটিক ব্যবসায় শুর“ করেন। এ ব্যবসায়টি তিনি একাই প্রতিষ্ঠিত করেন এবং প্রয়োজনীয় মূলধন একাই সরবরাহ করেন। এর দর“ন তার ব্যবসায় হতে প্রাপ্ত সকল মুনাফা তিনি একাই ভোগ করেন। এ ব্যবসায়টি গঠন করতে তার কোন ধরনের ঝামেলা পোহাতে হয় নি।

৫। রনি চৌধুরী কোন্‌ ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করেছেন ?
ক) অংশীদারি খ) এক মালিকানা
গ) যৌথ মূলধনী ঘ) সমবায়

৬। রনি চৌধুরীর ব্যবসায়টি গঠন করতে কোন ঝামেলা না পোহানোর কারণ–
i) এটি গঠনে কোন আইনগত জটিলতা নেই ii) যে কোন স্থানে গঠন করা যায়
iii) যে কোন পরিমান মূলধন নিয়ে গঠন করা যায়
নিচের কোন্‌টি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.২ একমালিকানা ব্যবসায়ের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- একমালিকানা ব্যবসায়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- এক মালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- এক মালিকানা ব্যবসায়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	ব্যবসায়, একমালিকানা ব্যবসায়, সেবা প্রদান, মুনাফা, স্বল্প মূলধন

একমালিকানা ব্যবসায়ের ধারণা

পৃথিবীর প্রাচীনতম ও সহজ প্রকৃতির ব্যবসায়ের সংগঠনই হলো একমালিকানা ব্যবসায়। একজন ব্যক্তির মালিকানায় পরিচালিত ব্যবসায়কে এক মালিকানা ব্যবসায় বলে। সাধারণভাবে একজন ব্যক্তির মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে এক মালিকানা ব্যবসায় বলে। মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে কোন ব্যক্তি নিজ দায়িত্বে পুজিঁর সংস্থান করে যে ব্যবসায় গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রন করে এবং সকল ঝুঁকি বহন ও সমুদয় মুনাফা একাই ভোগ করে তাকে এক মালিকানা ব্যবসায় বলে ।

একমালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য

এক মালিকানা ব্যবসায় পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্যবসায় সংগঠন। এক মালিকানা ব্যবসায় সংগঠন, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রন এবং অবস্থানগত দিক থেকে যৌথ মূলধনী কোম্পানী হতে সম্পূর্ণ আলাদা। তবে দেশের যে কোন স্থানে এক মালিকানা ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনা করা সম্ভব। ব্যবসায়ের যাত্রা যে সংগঠনের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল তা হচ্ছে একমালিকানা ব্যবসায়। একক ব্যক্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রনে পরিচালিত এক মালিকানা ব্যবসায়ের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো তাকে অন্যান্য ব্যবসায় হতে আলাদা করেছে। এক মালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

- **সহজ গঠন ঃ** এক মালিকানা ব্যবসায় গঠন করা খুবই সহজ। এক মালিকানা ব্যবসায় গঠন করতে কোন আইনগত জটিলতা নেই। তাই যে কোন ব্যক্তি সামান্য মুলধন নিয়েই এ ব্যবসায় শুরু করতে পারে। তবে ব্যবসায়িকে সরকারের প্রচলিত আইন মেনে চলতে হয়।
- **একক মালিকানা ঃ** এরূপ ব্যবসায়ের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো একক মালিকানা। ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা তিনি একাই করেন।
- **মুলধন সরবরাহ ঃ** ব্যবসায়ের মুলধন মালিক নিজেই সরবরাহ করে। প্রয়োজন হলে মালিক নিজে ব্যাংক বা অন্য কোন উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে ও মুলধনের যোগাড় দিতে পারে। সাধারণত: এ ধরনের ব্যবসায়ের মুলধনের পরিমণ কম হয়।
- **একক ঝুঁকি ঃ** ব্যবসায়ের ঝুঁকি মালিককেই বহন করতে হয়। একক মালিকানা হওয়ার কারনে ব্যবসায়ের মুলধনের সম্পূর্ণ ঝুকি মালিককেই বহন করতে হয়।
- **মুনাফা ঃ** এক মালিকানা ব্যবসায়ের মালিক নিজেই যেমন মুনাফা ভোগ করে তেমনি ব্যবসায়ে লোকসান হলে নিজেই তা বহন করে।
- **দ্রুত সিদ্ধান্ড়গ্রহন ঃ** এক মালিকানা ব্যবসায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মালিক নিজেই ব্যবসায়ের স্বার্থে দ্রুত সিদ্ধান্ড় গ্রহন করতে পারে। সিদ্ধান্ড়গ্রহনের জন্য কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

- **পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রন ঃ** একক মালিকানা ব্যবসায় সংগঠনের পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এবং নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা পুরোপুরি মালিকের হাতেই ন্যস্ড় থাকে। প্রয়োজন হলে মালিক তার কাজের সাহায্যের জন্য বেতনভোগি কর্মচারী রাখতে পারেন।
- **অসিম দায়ঃ** একমালিকানা ব্যবসায়ের যতটুকু দায় সবটুকুই মালিককে বহন করতে হয়- যার কোন সীমা নির্দিষ্ট করা যায় না। অন্য কারো ওপর ব্যবসায়ের দায়-দায়িত্ব হস্ড়ান্ড়র করা যায় না।
- **পৃথক সত্ত্বাহীনতা ঃ** আইন দ্বারা গঠিত হয় না বলে এ ব্যবসায়ের আলাদা কোন সত্ত্বা নেই। মালিকের সত্ত্বার উপরই এটি টিকে থাকে। মালিকের নামেই সকল লেনদেন সংগঠিত হয়।
- **প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ঃ** ছোট আকারের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বলে মালিকের সাথে কর্মকর্তা-কর্মচারী, ক্রেতা, ভোগ ও সরবরাহ কারীদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে উঠে।
- **গোপনীয়তা ঃ** এক মালিকানা ব্যবসায়ের মালিক একা বলে গোপনীয়তা রক্ষা করা যায়। মালিক ব্যতীত অন্য কেহ গুর"ত্বপুর্ণ বিষয়গুলো জানতে পারেনা বলে গোপনীয়তা ফাঁস হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।
- **স্থায়িত্ব ঃ** এক মালিকানা ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব মালিকের ইচ্ছার উপর নিরভশীল। মালিক ইচ্ছা করলে যে কোন সময় ব্যবসায় বন্ধ করে দিতে পারে বা যতদিন খুশী ততদিন ব্যবসায় চালু রাখতে পারে।

এক মালিকানা ব্যবসায়ের গুর"ত্ব

বর্তমান বৃহদায়তন উৎপাদন যুগে প্রাচীন ও ক্ষুদ্রায়তন প্রকৃতির এক মালিকানা ব্যবসায়ের গুর"ত্ব হ্রাস পাওয়ার কথা থাকলেও অদ্যাবধি এ ব্যবসায়ের গুর"ত্ব কমেনি। প্রতিটা সমাজে তথা বাংলাদেশে এটা এখনও সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যবসায় সৎগঠন। নিম্নে এক মালিকানা ব্যবসায়ের গুর"ত্ব তুলে ধরা হলোঃ

- **ব্যাপক সেবা প্রদান ঃ** স্বল্প মূলধন নিয়ে অতি সহজে এ ব্যবসায় শহরের কেন্দ্রস্থল হতে শুর" করে গ্রাম-গঞ্জের সর্বত্র গড়ে উঠেছে। তাই প্রয়োজনীয় পণ্য বা সেবা সামগ্রী সহজে ভোক্তা সাধারনের হাতে তুলে দিয়ে ব্যবসায় ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান করতে পারে।
- **সহজ কর্মসংস্থান ঃ** সামান্য কিছু মূলধন হলে যে কেউ এক মালিকানা ব্যবসায়ের মাধ্যম নিজ কর্মসংস্থান করতে পারে। তাই বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বেশি লোক এক মালিকানা ব্যবসায়ে জড়িত থেকে নিজের কর্মসংস্থান করছে।
- **স্বল্প মুলধন ঃ** আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগন গরিব বিধায় তাদের পক্ষে বৃহদায়তন ব্যবসায় গড়ে তোলা কঠিন। তাই অল্প পুঁজি দিয়ে সহজেই যে কেউ এ জাতীয় ব্যবসায় গঠন করতে পারে।
- **সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি ঃ** শহর ও গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক জনগোষ্ঠী এরূপ ব্যবসায় গড়ে তোলার জন্য তাদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্রিত করে এ ধরনের ব্যবসায় গঠন করে। যা দেশের জন্য মুলধন গঠন এবং বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখে।
- **সম্পদের সুষম বন্টন ঃ** ক্ষুদ্রায়তনের এক মালিকানা ব্যবসায় দেশের আনাচে কানাচে সর্বত্র ব্যাপকভাবে গড়ে উঠে। ফলে বৃহদায়তন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সম্পদ যেভাবে কতিপয় ব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত হয় এক্ষেত্রে তার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। এতে সম্পদের সুষম বণ্টন হয় ।
- **আয় ও সম্পদ বৃদ্ধি পায় ঃ** ব্যাপক ভিত্তিতে এক মালিকানা ব্যবসায় গঠিত ও পরিচালিত হওয়ার ফলে তা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর আয় রোজগারের ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি করে। এতে জাতীয় আয় ও সম্পদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।
- **বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দান ঃ** বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য ও সেবা ভোক্তাদের নিকট পৌঁছানোর গুর" দায়িত্ব এ জাতীয় সংগঠন পালন করে। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের চাকাকে সচল রাখে এ জাতীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।
- **সহজ পরিচালনা ঃ** এ জাতীয় ব্যবসায় পরিচালনা বৃহদাকার ব্যবসায়ের মত জটিল নয় এবং মালিক যেহেতু নিজেই ব্যবসায় পরিচালনা করে সেহেতু এর পরিচালনা ব্যয়ও তুলনামুলক কম হয়।

- **পরিবর্তনশীল ঃ** সময়ের সাথে সাথে মানুষের রুচি ও চাহিদার দ্রুত পরিবর্তন হয়। কেবল একমালিকানা ব্যবসায়ই পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে।
- **স্বাধীন পেশা ঃ** যারা স্বাধীনচেতা ও স্বাধীন পেশা পছন্দ করে এবং অন্য কারও নিকট জবাবদিহি করতে চায় না, তাদের জন্য এক মালিকানা ব্যবসায় সংগঠন খুবই উপযোগী।
- **দক্ষতা অর্জন ঃ** স্বল্প মূলধনের ব্যবসায়ের সাথে জড়িত হয়ে ব্যবসায়ী বৃহদায়তন ব্যবসায়ের দক্ষতা অর্জন করতে পারে।
- **জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঃ** এক মালিকানা ব্যবসায় একদিকে ব্যাপক জনগোষ্ঠির যেমনি আয় ও সম্পদ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করে অন্যদিকে সর্বত্র সহজে পণ্য ও সেবা সরবরাহ নিশ্চিত করে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভুমিকা রাখে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ

আপনার পাশের বাজারের ৫টি পৃথক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম ও ব্যবসায়ের ধরন লিখুন।	
ব্যবসায়ের নাম	**ব্যবসায়ের ধরন**
১	
২	
৩	
৪	
৫	

সারসংক্ষেপ

এক মালিকানা ব্যবসায় সংগঠন এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো একক মালিকানা, সহজ গঠন, মালিক কর্তৃক এককভাবে মূলধন সরবরাহ, অসিম দায়, গোপনীয়তা রক্ষা, স্থায়িত্ব প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. পৃথিবীর সকল দেশেই কোন্ ধরনের ব্যবসায় সংগঠনের সংখ্যা সর্বাধিক?
ক) কোম্পানী খ) এক মালিকানা
গ) অংশীদারী ঘ) যৌথ উদ্যোগের ব্যবসায়

২. এক মালিকানা ব্যবসায়ের পুঁজি সরবরাহকারী কে?
ক) বাহক খ) অংশীদারী
গ) মালিক ঘ) মহাজন

৩. এক মালিকানা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যবসায়ের যাত্রা শুরু হওয়ার কারণ কি?
ক) এক মালিকানা ব্যবসায় গঠন করা সহজ বলে খ) এক মালিকানা ব্যবসায় প্রাচীনতম রূপ বলে
গ) স্বল্প মূলধনের ব্যবসায় বলে ঘ) স্বাধীনভাবে ব্যবসায় পরিচালিত হয় বলে

৪. স্বাধীনচেতা ব্যক্তিদের জন্য কোন্ প্রকার ব্যবসায় সংগঠন অধিক উপযোগী ?
ক) এক মালিকানা খ) অংশীদারী
গ) যৌথ মূলধনী ঘ) সমবায় সমিতি

পাঠ-৩.৩ এক মালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র এবং বৃহদায়তন ব্যবসায়ের পাশাপাশি এটি টিকে থাকার কারন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- এক মালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বৃহদায়তন ব্যবসায়ের পাশাপাশি এক মালিকানা ব্যবসায় টিকে থাকার কারন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	পরিবর্তনশীল চাহিদা, স্বল্প পুজি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প,

এক মালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র

একজন মালিক দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত ব্যবসায়কে এক মালিকানা ব্যবসায় বলে। সহজ গঠন, পরিচালনাগত ও ক্ষেত্রগত উপযোগিতার কারণে সবচেয়ে প্রাচীন এ ব্যবসায় সবার নিকট অত্যন্ড় জনপ্রিয়। নিম্নে এক মালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলো আলোকপাত করা হলো ঃ

- **স্বল্প পুঁজির ব্যবসায় ঃ** যে সকল ব্যবসায়ে অত্যন্ড় স্বল্প পুঁজির প্রয়োজন পড়ে সেখানে এক মালিকানা ব্যবসায়ই সবচেয়ে উপযোগী বলে বিবেচিত হয়। যেমন- পান বিড়ির দোকান, সবজীর দোকান প্রভৃতি।
- **সীমিত চাহিদার ব্যবসায় ঃ** যেসব পণ্যের চাহিদা বিশেষ এলাকা বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত সেসব পণ্যের ক্ষেত্রে এক মালিকানা ব্যবসায় ভাল। যেমন- রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়।
- **খুচরা পণ্য ঃ-** ভোক্তারা যে সকল পণ্য স্বল্প পরিমানে ক্রয় ও ব্যবহার করে সে সকল পণ্যের বিপণনে এক মালিকানা ব্যবসায়ের জুড়ি নাই। যেমন- মুদীর দোকান, মনোহারীর দোকান প্রভৃতি।
- **স্বল্প ঝুঁকির ব্যবসায় ঃ** কিছু ব্যবসায় আছে যেগুলোতে ঝুঁকি একেবারেই কম। কম আয়ের একক মালিক সেসব ব্যবসায়ই বেশি পছন্দ করে। যেমন- ঔষধের দোকান।
- **পচনশীল পণ্য ঃ** পচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ড়গ্রহন করতে হয় বলে সেক্ষেত্রে এক মালিকানা ব্যবসায় বেশি ভাল। যেমন- ফলমূল ও সবজীর ব্যবসায় প্রভৃতি।
- **সেবামূলক ব্যবসায় ঃ** প্রত্যক্ষ সেবার প্রতিষ্ঠানগুলো বেশির ভাগই এক মালিকানার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। কেননা সেবামূলক ব্যবসায় মালিক ও গ্রাহকের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন অপরিহার্য। যেমন- লন্ড্রী, সেলুন, দর্জির দোকান প্রভৃতি।
- **স্বল্প মূলধনের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ঃ** যে সকল শিল্পে কম শ্রমিক ও কম মূলধনের প্রয়োজন পড়ে সেখানে এক মালিকানা ব্যবসায় উত্তম। যেমন- হস্ড়জাত কুটির শিল্প, তাঁত শিল্প, মৃৎ শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে এর কোন বিকল্প নেই।
- **পরিবর্তনশীল চাহিদার পণ্য ঃ** যেসব পণ্যের চাহিদা সময় এবং ক্রেতার রুচির সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় সেসব পণ্যের ক্ষেত্রে এক মালিকানা ব্যবসায় সবচেয়ে ভাল। যেমন- ফ্যাশন সপ।
- **শৈল্পিক কর্মের ব্যবসায় ঃ** যে সকল কাজের সাথে ব্যক্তিক শিল্পকর্মের যোগ রয়েছে সেক্ষেত্রে বৃহৎ ব্যবসায় গড়ে তোলা যায় না। সেখানে এক মালিকানা ব্যবসায় ভাল বলে বিবেচিত। যেমন- ফটো তোলার ব্যবসায়, চিত্র কর্মের ব্যবসায় প্রভৃতি।
- **ভ্রাম্যমান ব্যবসায় ঃ** ঘুরে ঘুরে ফেরি করে পাড়া মহল-ায় যারা ব্যবসায় করে তারা সবাই একক মালিক। একক ব্যক্তিই প্রধানত ভ্রাম্যমান ব্যবসায়ের সাথে জড়িত থাকে। যেমন- ফেরিওয়ালা।
- **স্বাধীন মনোভাব ঃ** স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করার ক্ষেত্রে এক মালিকানার চেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র আর নেই। এমন ব্যক্তিদের জন্য এ ব্যবসায় অত্যন্ত জনপ্রিয়।

- **খুচরা ক্রয়-বিক্রয় ঃ** নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য খুচরা ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এক মালিকানা ব্যবসায় উপযুক্ত। এ ধরনের ব্যবসায়ের উলে- খ্যযোগ্য ভূমিকা পৃথিবীর সব দেশেই দেখা যায়।

মোট কথা স্বল্প পুঁজি ও শ্রম বিনিয়োগ করে যে সকল ব্যবসায় গঠন করা যায় এবং যে কোন সাধারন স্থানে যে ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করা সম্ভব এমন সকল ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এক মালিকানা ব্যবসায়ই সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যবসায় সংগঠন।

বৃহদয়তন ব্যবসায়ের পাশাপাশি ক্ষুদ্রায়তন এক মালিকানা ব্যবসায় টিকে থাকার কারণ

এক মালিকানা সংগঠন ব্যবসায় সংগঠনগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম। তবে প্রাচীনতম ব্যবসায় হলেও বৃহাদায়তন ব্যবসায়ের সাথে প্রতিযোগীতা করে এখনও সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যবসায় হিসেবে টিকে আছে। এক মালিকানা ব্যবসায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা আছে যে কারনে এ জাতীয় ব্যবসায় সকলের নিকট জনপ্রিয়। তবে যেসব বৈশিষ্ঠ্য এক মালিকানা ব্যবসায়কে বড় ধরনের ব্যবসায়গুলোর পাশাপাশি জনপ্রিয়তার সাথে টিকে থাকার সুযোগ করে দিয়েছে সেগুলো নিম্নে দেয়া হলো:

- **সহজ গঠন ঃ** বৃহাদায়তন ব্যবসায়ের মত এক মালিকানা ব্যবসায় গঠনে কোন আইনগত প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয় না বা জটিলতা পোহাতে হয় না। সামান্য মুলধন নিয়ে যে কেউ এ ব্যবসায় গঠন করতে পারে।
- **স্বল্প মুলধন ঃ** এমন কিছু ব্যবসায় আছে যেগুলোর জন্য বেশী অর্থের প্রয়োজন পড়ে না। সে জাতীয় ব্যবসায়ের জন্য এক মালিকানা ব্যবসায়ই সবচেয়ে বেশী উপযোগী বলে বিবেচিত হয়। যেমন পানের দোকান, সবজির দোকান প্রভৃতি।
- **স্বাধীনতা ঃ** এক মালিকানা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মালিককে সিদ্ধান্ড়গ্রহন, নিয়ন্ত্রনে কারো সহায়তা নিতে হয় না বলে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে । যা অন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে চিন্ড়ই করা যায় না ।
- **ঝুঁকি কম ঃ** যে সকল ব্যবসায় ঝুঁকি কম সেগুলিই সবাই পছন্দ করে। কেননা কম আয়ের লোকেরা সাধারনত ঝুঁকি এড়িয়ে চলতে চান। ফলে তারা এমন ব্যবসায়ই বেশী পছন্দ করেন।
- **অবস্থানগত সুবিধা ঃ** বৃহাদায়তন ব্যবসায় যে কোন স্থানে গড়ে তোলা যায় না, অথচ ক্রেতা বা ভোক্তারা শহরে বন্দরে গ্রামে-গঞ্জের আনাচে-কানাচে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করে। তাই সকল শ্রেণীর ভোক্তাদের দোরগোড়ায় পণ্য ও সেবা পৌছে দেয়ার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র এক মালিকানা ব্যবসায়ের কোন বিকল্প নেই।
- **ক্ষেত্রগত সুবিধা:** এমন কিছু ব্যবসায় ক্ষেত্র লক্ষনীয় যেখানে বৃহদায়তন ব্যবসায় পরিচালনা করা সম্ভব হয় না বরং সেখানে ক্ষুদ্র একমালিকানা ব্যবসায়ই সবচেয়ে বেশি উপযোগী সংগঠন। যেমন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, সীমিত চাহিদার পণ্য, প্রত্যন্ড় অঞ্চলের চাহিদার পণ্য, ভ্রাম্যমান ব্যবসায়, পচনশীন ব্যবসায়, প্রত্যক্ষ সেবাধর্মী ব্যবসায়, পেশাদারী ব্যবসায় প্রভৃতি।
- **পরিবর্তনশীল:** এমন অনেক পণ্য আছে যেগুলোর চাহিদা ক্রেতাদের পরিবর্তনশীল র"চি, আগ্রহ ও আয়ের উপর নির্ভরশীল। সেসকল পণ্যের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একমালিকানা ব্যবসায় বেশী উপযুক্ত। যেমন: দর্জির দোকান।
- **সহজ পরিচালনা:** বৃহদায়তন ব্যবসায়ের মত পরিচালনাগত আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়না বলে এই ব্যবসায় সহজে পরিচালনা করা যায়।
- **দ্র"ত সিদ্ধান্ড়গ্রহন:** এক মালিকানা ব্যবসায় মালিক নিজেই সিদ্ধান্ড়গ্রহন করে বলে যে কোন কাজ দ্র"ত করা সম্ভবপর হয়। অথচ যৌথ মালিকানার বৃহদায়তন ব্যবসায়ে দ্র"ত সিদ্ধান্ড়গ্রহনের কোন সুযোগ নেই।
- **ব্যক্তিগত সম্পর্ক:** একমালিকানা ব্যবসায় মালিক নিজে ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহন করে বলে মালিক, শ্রমিক ও ক্রেতার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্ড়বৃহদায়তন ব্যবসায় সাধারনত এরূপ সম্পর্ক সৃষ্টির সুযোগ থাকে না।

পরিশেষে বলা যায়, বৃহদায়তন ব্যবসায়ের তুলনায় কতকগুলো সুবিধা বেশী থাকায় প্রাচীন এক মালিকানা ব্যবসায় আজকের বিশ্বে জনপ্রিয়তার শীর্ষে এবং বৃহদায়তন ব্যবসায়ের সাথে প্রতিযোগিতায় দাপটের সাথে টিকে আছে। তাইতো বিশ্ব ব্যবসায় জগতের প্রায় ৮০% ব্যবসায় একক মালিকানার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে থাকে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**আপনার এলাকার ৫টি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম ও ক্ষেত্র উলে- খ কর ন**	
	ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম	**ক্ষেত্র**

সারসংক্ষেপ

- স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়ের ক্ষেত্র হচ্ছে সীমিত চাহিদার পণ্য, খুচরা পণ্য, প্রত্যক্ষ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, পেশাদারী ব্যবসায়, পচনশীল দ্রব্য, স্বাধীন মনোভাব, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, শৈল্পিক কর্মের ব্যবসায়, ভ্রাম্যমান ব্যবসায় ও খুচরা ক্রয় বিক্রয়।
- পরিচালনাগত, ক্ষেত্রগত এবং চাহিদাগত উপযোগিতার কারনে বৃহদায়তন ব্যবসায় এর পাশাপাশি এক মালিকানা ব্যবসায় এখনও টিকে আছে। তাই এক মালিকানা ব্যবসায় সবার কাছে বেশী জনপ্রিয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ফেরিওয়ালা ও ভ্রাম্যমান দোকান কোন্ ব্যবসায়ের অন র্ভুক্ত হওয়া বাঞ্চনীয়?
ক) এক মালিকানা ব্যবসায় খ) অংশীদারি ব্যবসায়
গ) যৌথমূলধনী ব্যবসায় ঘ) সমবায় সমিতি

২। শৈল্পিক কর্মের ব্যবসায় হলো-
i) ফটো তোলার ব্যবসায় ii) স্বর্ণকারের দোকান iii) ষ্টিলের আসবাবপত্রের দোকান
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। পরিবর্তনশীল পণ্যের ব্যবসায় এক মালিকানা ব্যবসায় গড়ে উঠে কারণ–
i) ভোক্তার র চিকে গুর ত্ব দেয় ii) পছন্দ নির্ভর পণ্য উৎপাদন করা হয়
iii) ভোক্তার আয় স্থির বিবেচনা করে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয়
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন
মিঃ করিমের রাজশাহীতে মিনা টেলিকম নামে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আছে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে। বর্তমানে মোবাইল ফোনের কলরেট হ্রাসের কারনে উপার্জনের পরিমান হ্রাস পেয়েছে।

৪। মিঃ করিমের ব্যবসায়ের ধরন কিরূপ ?
ক) উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান খ) ক্রয় বিক্রয় প্রতিষ্ঠান
গ) সেবাদানকারি প্রতিষ্ঠান ঘ) বাণিজ্য সহায়ক প্রতিষ্ঠান

৫। মিঃ করিম যদি ব্যবসায়টি চালিয়ে যেতে চান তবে তার জন্য নিচের কোনটি যুক্তিযুক্ত হবে ?
ক) সেবার মান উন্নয়ন খ) ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহন
গ) সেবা প্রদানের চার্জ হ্রাস করণ ঘ) নতুন গ্রাহক খুঁজে বের করা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

আল আমিন একটি বড় কর্পোরেট অফিসের পাশে অল্প মূলধন যোগাড় করে একটি ছোট চায়ের দোকান দিলেন । চায়ের সাথে বিস্কুট, পাউরুটি ইত্যাদি বিক্রি করেন। একজন কর্মচারী তাকে এ কাজে সাহায্য করে। কিছুদিন পর দোকানের পাশেই প্রচুর টাকা ব্যয়ে একটি ফাস্টফুডের দোকান দেওয়া হয় । যেখানে চা নাস্ড়াসহ অনেক ধরনের খাবার পাওয়া যায়। এ অবস্থায় আল আমিন তার চায়ের দোকানের অস্ড়িত্ব নিয়ে শংকিত হয়ে পড়লে তার কর্মচারী বলল যে কর্পোরেট অফিসটির পাশেই আরো নতুন অফিস হচ্ছে।

ক . দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহন কোন ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য?

খ . আইনের চোখে এক মালিকানা ব্যবসায় গঠন সহজ কেন? ব্যাখ্যা করুন।

গ . আল আমিন এর চায়ের দোকান কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন বর্ণনা করুন।

ঘ . আপনি কি মনে করেন যে, আল আমিন এর ব্যবসায়ের অস্ড়িত্ব টিকে থাকবে? মন্ড়ব্য করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

কবির হোসেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত মৌসুমী ফল সংগ্রহ করে ঢাকায় বিক্রি করেন । নিজের তহবিল এবং বন্ধু বান্ধবের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ করে ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। ফল পচনশীল বলে তার ব্যবসায়ের ঝুঁকিও বেশী। বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে কবির ব্যবসায়ের ক্ষতি নিয়ন্ত্রন করেন ।

ক) কোন্ ব্যবসায়ে একক মালিকের পৃথক সত্তা নেই?

খ) কেন একক মালিকের দায় সর্বাধিক? ব্যাখ্যা করুন।

গ) কবির হোসেন কোন্ ধরনের ব্যবসায় সংগঠনের মাধ্যমে ব্যবসায় শুরু করেন? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) কবির হোসেন কিভাবে ব্যবসায়ের ঝুঁকি কমাতে পারেন বলে আপনি মনে করেন? অভিমত দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১ ঃ ১. খ ২. ঘ ৩. গ ৪. ক ৫. খ ৬. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২ ঃ ১. খ ২. গ ৩. খ ৪. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩ ঃ ১. ক ২. ক ৩. ঘ ৪. গ ৫. ঘ